সংবাদ

তারিখ 21 NOV 2012
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

শিশুবান্ধব শিক্ষা ও কিছু অসম শিখন কৌশল

মো. মাসুদুর রহমান

প্রাথমিক শিক্ষায় সূচিত হচ্ছে নবতর ধারা। পাঁচ বছর বয়স থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হচ্ছে শিশুরা। থাকছে ভিন্ন আবহ, ভিন্ন শিখনরীতি-শিশুকেন্দ্রিক পাঠ্যরীতি। প্রাথমিক শিক্ষাচক্র উন্নীত হয়েছে ছয় বছরে। সরাসরি সরকারি তদারকিতে পরিচালিত হচ্ছে পুরো পদ্ধতিটি। জাতীয় শিক্ষা নীতিতে বিষয়টি গুরুত্ব পাচ্ছে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষাকে এগিয়ে নেয়ার পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে। আগামী বছর বাংলাদেশের প্রতিটি ইউনিয়ন ও মহানগর পর্যায়ে প্রতিটি ওয়ার্ডে একটি করে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণী চালুকরণের প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে এখন থেকে। যা শিশুকে ধারাবাহিক শিখন রীতি ও চেনা পরিবেশে সাবলীলভাবে মানিয়ে নিতে সহায়তা করবে। বিদ্যালয়ের পরিবেশকে শিশুবান্ধব করে তুলতে যৌক্তিক জনবল নিযুক্তিতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সৃজন করা হচ্ছে দপ্তরী কাম প্রহরী পদ। শিক্ষার পরিবেশকে আনন্দময় করে তুলতে পাঠদানের সঙ্গে যোগ হয়েছে সংগীতের ছোঁয়া। শিশুর বয়স ও সামর্থ্য অনুযায়ী শিখন অগ্রগতি মূল্যায়নের জন্য 'মার্কিং স্কিম' অনুসরণ করা হচ্ছে এবারের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা থেকে। যেন শিশু তার পারঙ্গমতা অনুসারে উপস্থাপনের প্রতিটি ধাপে যোগ্যতানুসারে মূল্যায়িত হতে পারে।

শিক্ষার অভিন্ন ধারা রূপায়ণে পর্যায়ক্রমে রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ অন্যান্য ক্যাটাগরির বিদ্যালয়কে সরকারিকরণের অঙ্গীকার ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু শিক্ষকদের কাছ থেকে কাঙ্ক্ষিত শিক্ষা সেবার মানের পার্থক্যটা হঠাৎ করেই দূরীভূত করা একটা বড় চ্যালেঞ্জ হবে। কেননা মেধা, মনন ও শিক্ষাগত যোগ্যতার ফারাকটা থেকেই যাচ্ছে। তাই অতি সম্প্রতি বাছাইকৃত রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক, যারা এখনও কর্মে যোগদান করতে পারেননি (শুধু প্যানেলভুক্ত হয়েই রয়েছেন) তাদের বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা, ভৌত অবকাঠামোগত সুবিধা, প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণী চালুকরণ, ও বিদ্যমান শিক্ষক সংকটে নিয়োগ প্রদান করে শিখন চাহিদার সমতা বিধান করা সম্ভব। তাছাড়া শিক্ষিকাদের মাতৃকালীন ছুটির সময় চুক্তিভিত্তিক 'নো ওয়ার্ক নো পে' কার্যক্রম গ্রহণ করে তাদের দক্ষ ও কর্মক্ষম করে তোলা যেতে পারে।

বিদ্যালয় পর্যায়ে সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পরীক্ষামূলক প্রকল্পগুলো শুরু হয় মূলত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বাস্তবায়নের মাধ্যমে। এখানে জবাবদিহিতার ক্ষেত্রও ব্যাপক। পাশাপাশি অন্যান্য ক্যাটাগরির বিদ্যালয়ে গৃহীত পদক্ষেপ বাস্তবায়নের কেন্দ্রবিন্দু যেহেতু বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি সেহেতু তদারকি বা প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণে সরকারের প্রত্যক্ষ ভূমিকা এখানে গৌণ। সেক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা কমিটির মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান, বিদ্যালয়ের উন্নয়নে অর্থ সংগ্রহের ক্ষেত্র নিরূপণ ও শিক্ষকের পেশাগত সুবিধা প্রদানের সঙ্গে সরকারি তদারকির প্রত্যক্ষ সংযোগ রাখা গেলে সব বিদ্যালয়কে একই ধারায় বেগবান করা ও সুবিধা প্রাপ্যতার হার বৃদ্ধি করা সম্ভব। সেজন্য বিদ্যালয় কার্যক্রমে সব প্রতিষ্ঠানকে তদারকির প্রশাসনিক মানদণ্ড সমান্তরাল হওয়া বাঞ্ছনীয়।

শিশুদের শিখন রীতির সঙ্গে শিখন-শেখানো কৌশল ও উপকরণ অবিচ্ছেদ্য। প্রথাগতভাবে বিদ্যালয়ে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য ৩টি করে এবং তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর জন্য ৬টি করে বিষয় অধ্যয়ন করানো হলেও মূল শিখন প্রক্রিয়া পরিচালিত হয় ৮টি বিষয়কে ঘিরে। এসব বিষয়ের পাঠ্যবই সরাসরি না থাকলেও সহায়ক গ্রন্থগুলো শ্রেণীকার্যক্রমে সহায়তা করে। সরকারি ছাড়া অন্যান্য বিদ্যালয়ে এ সহায়ক গ্রন্থগুলোর বরাদ্দ নেই বললেই চলে। কিন্তু শিক্ষা সমতা বিধানে সব ক্যাটাগরির বিদ্যালয়ে এ সহায়ক গ্রন্থগুলোর আবশ্যকতা অনেক। তাই গ্রহণযোগ্য একটি মানদণ্ডে সব শিশুর জন্য, সব বিদ্যালয়ের জন্য এক ও অভিন্ন শিখন কৌশল প্রয়োগ বাঞ্ছনীয়।

শিশুদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাকে আনন্দময় ও দীর্ঘস্থায়ী করে তুলতে সহায়ক পঠন (স্বজাগ) সামগ্রীর ভূমিকা অপরিহার্য। এই পঠন সামগ্রীগুলো শিশুকে সৃজনশীল চিন্তা-ভাবনা, দ্রুত পঠন সহায়তা প্রদানসহ নতুন নতুন ধারণা ও প্রাত্যহিক চিন্তা-ভাবনা বিস্তারে কার্যকর ভূমিকা রাখে। শিশুকে তার চিরচেনা পরিবেশের সঙ্গে কল্পনা শক্তির সংযোগ ঘটিয়ে একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবন নির্মাণে সহায়তা করে। অথচ এ শিখন সামগ্রীগুলোর বণ্টন সমতা খুবই ভারসাম্যহীন। সুতরাং সব ক্যাটাগরির বিদ্যালয়ের মধ্যে এগুলোর প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা দরকার।

শিক্ষাচক্র শেষে প্রাথমিক পর্যায়ের শিশুরা অবতীর্ণ হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায়। পরীক্ষায় শতভাগ উপস্থিতি ও উত্তীর্ণের হারের পাশাপাশি গুণগত মাত্রোন্নয়নের প্রশ্নে এখন সবাই একমত। ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায়ও এ আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন প্রয়োজন। কেননা এর পরপরই এই শিশুরা অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে ৬ষ্ঠ শ্রেণীর শিখন রীতির মূল স্রোতধারায়। আর তখনি সৃষ্ট হচ্ছে শিখন কৌশল প্রয়োগের কার্য-কারণ বিভ্রাট। তাই মাদ্রাসা শিক্ষা চক্রের এ পর্যায়ের শিখন ব্যবস্থা যথার্থভাবে মনিটরিং করা একান্ত প্রয়োজন।

বিনামূল্যে বই বিতরণ, দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য উপবৃত্তি প্রদান, বিদ্যালয় পর্যায়ে উন্নয়ন প্রকল্প প্রভৃতি কার্যক্রম প্রাথমিক পর্যায়ে এখন একটি স্বার্থক ও গ্রহণযোগ্য শিখন অনুষঙ্গ। এর ফলাফলও সুদূরপ্রসারী। এসব কার্যক্রমে স্থানীয় জনগণের অংশীদারিত্ব জোরদারের মাধ্যমে বিদ্যালয় পর্যায়ে সব শ্রেণী পেশার মানুষের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পেয়েছে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে স্বল্প শিক্ষিত বা অর্ধ শিক্ষিত ব্যক্তি ও বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির খবরদারিমূলক মনোভাবের দরুন পূর্বের চিত্রটির ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। যা শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় স্থবিরতা সৃষ্টি করে। এক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কাঠামোবদ্ধ পদে ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতার মাপকাঠি ও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সম্পৃক্ততার হার বিবেচনায় রেখে সদস্য নির্বাচনের সুস্পষ্ট নির্দেশনা থাকা প্রয়োজন।

'পরিকল্পনা-প্রয়োগ-প্রাপ্তি' এই ত্রিধারায় প্রাথমিক শিক্ষাকে এগিয়ে নিতে হলে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে সদর্থক ও সব ইতিবাচক' পরিবর্তনকে 'হ্যাঁ'-সূচক সমর্থন প্রদানের মানসিকতা সৃষ্টি করতে হবে।

[লেখক : সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার, কেশবপুর, যশোর]